ইনকিলাব

তারিখ 4 FEB 2009

পাঠ্যপুস্তকের কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে
-শিক্ষামন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টিকারীদের পৃঃ ১১ কঃ ৫

শিক্ষামন্ত্রী
১ম পৃষ্ঠার পর

বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি গতকাল (মঙ্গলবার) মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মাধ্যমিক স্তরের বই সঙ্কট নিয়ে এক পর্যালোচনা সভায় এ হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। সভায় মাধ্যমিক স্তরের বই ছাপানো, বাঁধানো, সরবরাহ, মজুদ, বিক্রয়সহ বিভিন্ন পর্যায়ের খুঁটিনাটি পর্যালোচনা করা হয়। মন্ত্রী বলেন, কতিপয় স্বার্থান্বেষী মহল কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টি করে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ভোগান্তি বাড়িয়েছে। প্রথম কিস্তি ও দ্বিতীয় কিস্তির বই চুক্তি মোতাবেক ছাপানো হয়েছে কিনা, সরবরাহ ও বাজারজাতকরণ করা হয়েছে কিনা ইত্যাদি খতিয়ে দেখার জন্য তিনি আইন-শৃংখলা বাহিনীকে নির্দেশ প্রদান করেন। তৃতীয় কিস্তির ২৪টি বইয়ের ৭৬ লাখ কপি ৭ ফেব্রুয়ারী মধ্যে বাজারজাত করার বিষয়ে সংশ্লিষ্টরা মন্ত্রীকে প্রতিশ্রুতি দেন। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সভায় শিক্ষা সচিব সৈয়দ আতাউর রহমান, অতিরিক্ত সচিব মোঃ মোজাম্মেল হক খান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যান প্রফেসর মছির উদ্দিনসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ, র‌্যাব সদর দপ্তরের গোয়েন্দা শাখার পরিচালক লে. কর্নেল মোঃ আব্দুল মজিদ, র‌্যাব-১০-এর পরিচালক এস এম কামাল হোসেন, বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সভাপতি মোঃ আবু তাহের, বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতির চেয়ারম্যান মোঃ রব্বানী জব্বার, সাধারণ সম্পাদক কাজী আব্দুল ওদুদ, বাংলাদেশ পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিপণন সমিতির সভাপতি তোফায়েল খান, উপদেষ্টা শহীদ সেরনিয়াবাদ, কামরুল ইসলাম শায়ক, মোঃ হুমায়ুন কবির, মোঃ নজরুল ইসলাম (কাজল), আফম শাহ আলী, তওফিকুর রহমান সিদ্দিকী, মোঃ সফি-উদ-দীন, বিক্রেতা প্রতিনিধি আলী আকবর খান খোকন, আক্তার হোসেন (লাবলু) প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, মাধ্যমিক স্তরের ৭৬টি বইয়ের ২ কোটি ৬০ লাখ ২৪ হাজার কপি তিন কিস্তিতে ছাপানোর চুক্তি করা হয়। প্রথম কিস্তির ১৪টি বইয়ের ৯৪ লাখ কপি ৬ জানুয়ারী, দ্বিতীয় কিস্তির ৩৮টি বইয়ের ৯০ লাখ কপি ১৫ জানুয়ারী এবং তৃতীয় কিস্তির ২৪টি বইয়ের ৭৬ লাখ কপি ৩১ জানুয়ারীর মধ্যে বাজারজাতকরণের কথা ছিল।

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি অধ্যাদেশ ২০০৯-এর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে গতকাল (মঙ্গলবার) 'বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি অধ্যাদেশ ২০০৯'-এর এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় এ অধ্যাদেশের আলোকে দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিগণ, শিক্ষা বোর্ডসমূহের চেয়ারম্যানগণ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানগণের মতামত গ্রহণ করা হয়। এসব মতামত নিয়ে শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে কর্মকর্তা পর্যায়ের একটি সভায় পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

সভায় অধ্যক্ষ মোঃ শাহ আলম এমপি, শিক্ষা সচিব সৈয়দ আতাউর রহমান, অতিরিক্ত সচিব মোঃ মোজাম্মেল হক খান, উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি মোফাখখারুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক হাবিবুর রহমান, অধ্যাপক ছিদ্দিকুর রহমান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসমূহের চেয়ারম্যানগণ, অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, অধ্যক্ষ এমএ আউয়াল সিদ্দিকী, মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, অধ্যক্ষ এমএ সাত্তার, ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান ছাড়াও দিনাজপুর, সিলেট, চট্টগ্রাম, বরিশাল, গাজীপুর, ময়মনসিংহের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।